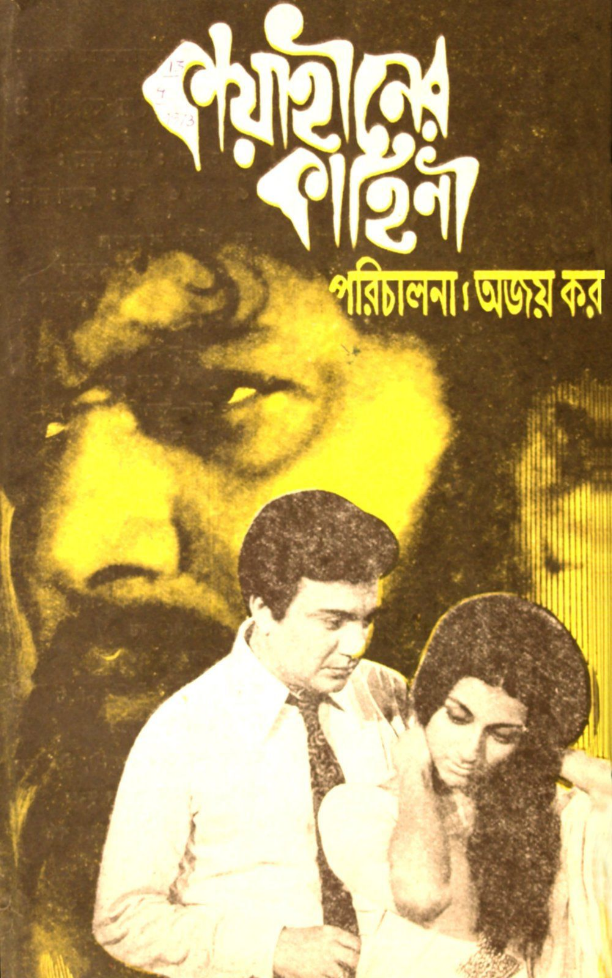
কায়াহীনের কাহিনী
পরিচালনা ঃ অজয় কর

মুকুল রায় প্রোডাকসন্সের নিবেদন :

ঃঃ কায়াহীনের কাহিনী ঃঃ

পরিচালনা ঃ **অজয় কর** ঃ

প্রযোজনা ও সঙ্গীত : **মুকুল রায়** ঃ

মূল কাহিনী—নবেন্দু ঘোষ
গীত রচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
চিত্র নাট্য—সলিল সেন ও অজয় কর
চিত্র গ্রহণ—বিশু চক্রবর্ত্তী
শব্দ গ্রহণ—নৃপেন পাল, অনিল দাশগুপ্ত
সোমেন চ্যাটার্জী
সঙ্গীত গ্রহণ—বনসালি (বোম্বে)
কণ্ঠ সঙ্গীত—আশা ভোঁসলে
সুবীর সেন
আবাহ সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনা } শ্যাম সুন্দর ঘোষ
চিত্র পরিস্ফুটন—আর, বি, মেহতা
সহযোগী—অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী
সম্পাদনা—দুলাল দত্ত
শিল্পনির্দ্দেশনা—সুনীতি মিত্র
প্রধান কর্ম্মসচিব—ক্ষিতিশ আচার্য্য
স্থির চিত্র—পিক্স্ ষ্টুডিও
রূপসজ্জা—প্রাণানন্দ গোস্বামী, ভীম নস্কর
পটশিল্পী—বলরাম ও নব কুমার
প্রচার পরিকল্পনা—ঈশ্বরী প্রসাদ শর্ম্মা
পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও
লাইট্নিং এফেক্ট—মনি দত্ত, বাপি দত্ত,
বাচ্চু দত্ত
দত্ত ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস

—ঃঃ **সহকারী বৃন্দ** ঃঃ—

পরিচালনা—নরেশ রায়, প্রভাত মিত্র,
হৃদয়েশ পাণ্ডে
চিত্র শিল্পে—কে, এ, রেজা, নির্ম্মল মল্লিক
শব্দ গ্রহণে—অনিল নন্দন, বাবাজী
আবাহ সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোনায় } জ্যোতি চ্যাটার্জী, পাচু গোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার
চিত্র পরিস্ফুটনে—ফণীভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, রবীন ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার
সম্পাদনায়—কাশীনাথ বসু
ব্যাবস্থাপনায়—সন্তোষ দাশগুপ্ত, বিজয় দাস
শিল্প নির্দ্দেশনায়—বুদ্ধদেব ঘোষ
রূপসজ্জায়—বিজয় নন্দন
আলোক সম্পাতে—সতীশ হালদার,
দুঃখী নস্কর, কেষ্ট দাস, অনিল পাল,
ব্রজেন দাস, প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস,
সুনীল শর্ম্মা

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

লছমী দাস
কুমার প্রশান্ত কুমার রায় (কাশীমবাজার)
মেসার্স এম, এন, সরকার
কমলালয় ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ
মোহর লাল দাঁর সৌজন্যে "দি আর্মারী"
ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্স
এন, টি নং ১ ষ্টুডিও
ও
টেক্নিসিয়ান্স ষ্টুডিও তে গৃহিত,
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে চিত্র পরিস্ফুটিত
ও
ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে শব্দ পুনর্যোজিত
বিশ্ব পরিবেশনা—পিয়ালী পিক্চার্স
রেকর্ডস্—হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস

শান্তনু ও প্রবীরের ভূমিকায়
উত্তম কুমার
মল্লিকার ভূমিকায়
অপর্ণা সেন

বিকাশ রায়	চন্দ্রাবতী দে
পাহাড়ী সান্যাল	বাসবী ন
তরুন কুমার	সুলতা চৌধু
বিমল ব্যানার্জী	ইন্দিরা দে

দীলিপ বসু (এ্যাঃ)
ও
অশোক মিত্র, অজয় ব্যানার্জী, খগেশ চক্রব
বাবু বসু, নির্ম্মল ঘোষ (এ্যাঃ), অমর মুখা
ফকির দাস, ক্ষিতিশ আচার্য্য, সূর্য্য চ্যাটা
রঞ্জু বসু, অজিত রায়, রবীন ব্যানার্জ
বিজয় দাস।

॥ গল্প ॥

কায়াহীনের কাহিনী

ভাল উপন্যাস লেখার জন্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। প্রকাশক বন্ধু নিবারণের কথাটা এত খাঁটি যে নতুন লেখক শান্তনু তা অস্বীকার করতে পারে না।

সুযোগ জুটে গেল আকস্মিক ভাবে। "মায়াকুঞ্জের" মিসেস্ মজুমদারের ছেলে মানসিক রোগগ্রস্থ প্রবীর সদ্য নিরুদ্দেশ হয়েছিল। চেহারায় অবিকল মিল দেখে, মিসেস মজুমদার শান্তনুকে প্রবীর ভেবে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। আর শুধু তিনিই নন—বাড়ীর দাস দাসী পরিজন—এমনকি প্রবীরের স্ত্রী রমা পর্য্যন্ত শান্তনুকে প্রবীর বলে মেনে নিল।

কিন্তু শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভের আকর্ষণে যার ভূমিকায় শান্তনু অভিনয় করতে এসেছিল, তার ব্যক্তিগত জীবনটা ছিল কাম-লালসায় কলঙ্কিত। সেই অস্থির কামতাড়িত মদ্যপ প্রবীরের সঙ্গে দুর্ভাগ্যের পাকে পাকে জড়িয়েছিল অনেকগুলি মেয়ের জীবন। কাঞ্চী, রমা, আর ছিল পরিবারের সকলের কাছে অপরিচিতা নিঃশব্দ সঞ্চরণশীলা, রহস্যময়ী যুবতী মল্লিকা।

চাকর ফাগুয়া, ড্রাইভার ঘনশ্যামের অসম্পূর্ণ বিবৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যেত না। অথচ শান্তনুকে "শান্তনু" জেনেই সকলের অগোচরে প্রতি রাত্রে প্রবীরের শোবার ঘরে এসে হানা দিত মল্লিকা। এ দিকে লোক লজ্জার ভয়। অন্যদিকে মল্লিকার প্রতি তীব্র আকর্ষণের ফলে গল্পের জট খুলতে এসে, শান্তনুই সেই জটের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো। প্রবীরের মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাক্তার রায় চৌধুরী সেই জটে আরও বেশী করে তাকে জড়িয়ে দিলেন।

এদিকে নিরুদ্দিষ্ট প্রবীরের সম্পত্তির দাবীদার খোকন সরকার শান্তনুকে জালিয়াৎ প্রতিপন্ন করতে না পেরে রিভলবারের গুলি ছোঁড়ে।

প্রাণের দায়ে সেই রাত্রেই শান্তনু "মায়াকুঞ্জের" বাইরে পালিয়ে আসে কিন্তু রাস্তাতেই দেখা হয়ে যায় মল্লিকার সঙ্গে।

এ যেন অন্য মল্লিকা। সমস্ত লুকোচুরির শেষে সেধে ধরা দিতে এসেছে। ঘরে নয় অন্ধকার পথে চলতে চলতে। মল্লিকার মন উজার করা কথা শুনলো শান্তনু।

কান্নাভেজা গল্প সীমাহীন বেদনার কাহিনী আর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস। আলোর শেষে নিরাশ্বাস অন্ধকার কথা।

॥ গান ॥

সুরু না হতেই যেন স্বপ্ন শেষ
রামধনু আকাশে লাগে বেশ ॥
তৃষ্ণা যে কেঁদে মরে ভেঙ্গে যাওয়া বুকে
না বলা সেই কথা রয়ে গেল মুখে
শ্রাবণে কি মুছে যাবে ফাল্গুন আবেশ ॥
দিনের আকাশে আমি চাঁদ কেন খুঁজি
ভালবাসা এই পথ ভুলে গেল বুঝি
থেমে গেছে সুর তবু বুকে বাজে রেশ ॥

কায়াহীনের কাহিনী

আমি যে তোমার তুমি যে আমার
এই কটী কথা শুনে সব কিছু যেন ভুলে যাই।
তুমি যে আমার ওগো প্রেরণা
আঁধারেও এই হাত ছেড়না
আরো যে আপন ক'রে তোমাকে
চিরদিন কাছে পেতে চাই ॥
পৃথিবীর সব ব্যথা ভুলিতে—স্বর্গ গরিব এই ধুলিতে
গোধলির রংয়ে ভরে নিয়ে মন—এল বুঝি জীবনের শুভক্ষণ
তোমারি চোখের মায়াস্বপ্নে,
ওগো নিজেকে যে শুধু খুঁজে পাই ॥
মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে
সব কিছু যদি ফেলি হারিয়ে
জীবন খেয়াতে ওগো তুলে পাল
ভেসে যাব দুজনে যে চিরকাল
এইটুকু শুধু আমি জেনেছি
তুমি আছ আমি আছি তাই ॥

Published by : I. P. Sharma for Publicity Department PIYALI PICTURES, 32, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13. Printed at Radiant Commercial Enterprise Calcutta-1.

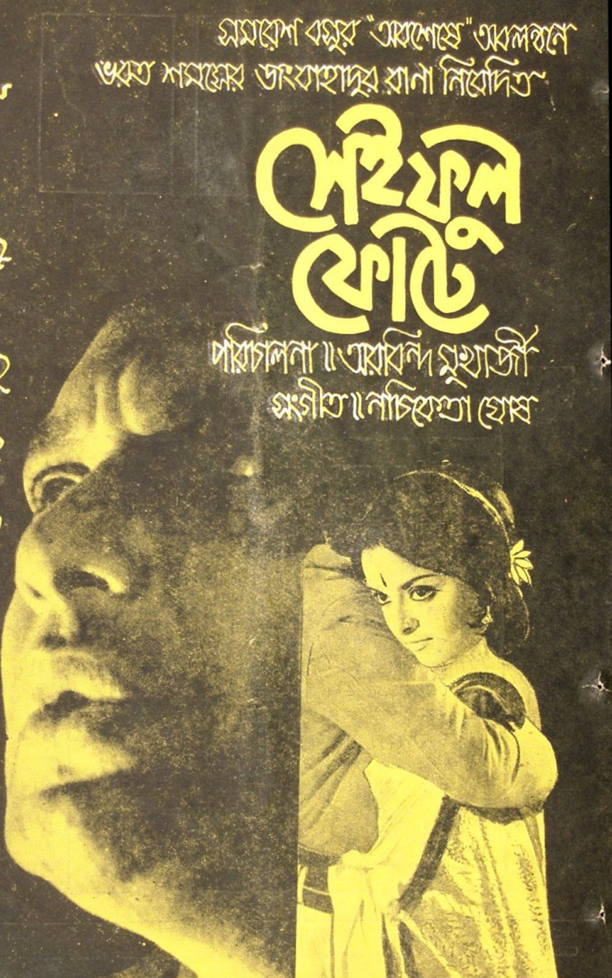
সমরেশ বসুর "অবশেষে" অবলম্বনে
ভরত শমশের জংবাহাদুর রানা নিবেদিত
সেই ফুল ফোটে
পরিচালনা ।। অরবিন্দ মুখার্জী
সংগীত ।। নচিকেতা ঘোষ